সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড-এর ৪২তম বার্ষিক সাধারণ সভায় কোম্পানি পরিচালনা-পর্ষদের প্রতিবেদন

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ,

আসসালামু আলাইকুম

সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড (এসজিএফএল)-এর ৪২তম বার্ষিক সাধারণ সভায় পরিচালক পর্ষদের পক্ষ থেকে আমি আপনাদের সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও সাদর সম্ভাষণ। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে কোম্পানির সার্বিক কর্মকান্ডের উপর প্রস্তুতকৃত পরিচালক পর্ষদ ও নিরীক্ষকের প্রতিবেদনসহ নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দের বিবেচনা, অনুমোদন ও গ্রহণের জন্য উপস্থাপন করতে পেরে আমি সম্মানিত বোধ করছি।

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ,

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন এবং পরবর্তী পর্যায়ে এতে সর্বস্তরের জনতার সমর্থন ও অংশগ্রহণে সাম্প্রতিক ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানে অসংখ্য ছাত্র ও জনতা শহিদ হয়েছেন। বাংলাদেশের ইতিহাসে অভূতপূর্ব এ ঘটনায় ছাত্র-জনতার অবদান ও আত্মত্যাগের বীরগাঁথা বাংলাদেশের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানে হতাহতের ঘটনায় দেশবাসীর সঙ্গে সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড-এর শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ, পরিচালক-পর্ষদ ও সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ গভীরভাবে শোকাহত। এ ঘটনায় আমরা গভীর শোক প্রকাশ করে পরম করুনাময় সৃষ্টিকর্তার নিকট সকল শহিদের আত্মার মাগফেরাত এবং আহত ব্যক্তিগণের দ্রুত আরোগ্য প্রার্থনা করছি।

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ,

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির ধারায় প্রাকৃতিক গ্যাসের অবদান অপরিসীম। পরিবেশ বান্ধব ও মূল্য সাশ্রয়ী হওয়ায় দেশে প্রাথমিক জ্বালানি হিসেবে প্রাকৃতিক গ্যাসের চাহিদা ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। আমরা গর্বের সাথে স্মরণ করতে পারি যে, ১৯৫৫ সালে সিলেট জেলার হরিপুরে দেশের প্রথম গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কার ও ১৯৬০ সালে ছাতক গ্যাস ক্ষেত্র হতে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে গ্যাস সরবরাহের মধ্য দিয়ে এ ভূখন্ডে সর্বপ্রথম জ্বালানি হিসেবে প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহার শুরু হয়। প্রাকৃতিক গ্যাসের আবিষ্কার, উত্তোলন, উৎপাদন ও বহুমূখী ব্যবহারের ক্ষেত্রে গত ছয় দশকের অধিক সময় ধরে এসজিএফএল অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে।

ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম প্রবর্তন, সামাজিক ব্যবসার উদ্ভাবন এবং দারিদ্র দূরীকরণে বিশেষ অবদানের জন্য 'নোবেল' শান্তি পুরস্কার' অর্জনকারী প্রফেসর ড. মোহাম্মদ ইউনূস বর্তমানে বাংলাদশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা। তাঁর রচিত গ্রন্থ 'A WORLD of THREE ZEROS: The New Economics of Zero Poverty, Zero Unemployment, and Net Zero Carbon Emissions' এর আলোকে পরিবর্তিত বাংলাদেশ তাঁর সেই স্বপ্নের অগ্রযাত্রায় এগিয়ে যাবে বলে আমরা বিশ্বাস করি। এসজিএফএল-এর জন্মলগ্ন থেকে নিরাপদ ও পরিবেশ বান্ধব জ্বালানি প্রাকৃতিক গ্যাসের উৎপাদন এবং বিপণনের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অবদান রেখে দারিদ্র বিমোচন ও অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে এবং জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ঠ-২০৩০ অর্জনের লক্ষে বিরামহীন প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে বাংলাদেশে সংঘটিত ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে গঠিত অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা নোবেল জয়ী অর্থনীতিবিদ ড. মুহাম্মদ ইউনূস-এর নেতৃত্বাধীন সরকার তাদের স্বপ্নপূরণে প্রতিযোগিতামূলক ও শক্তিশালী অর্থনীতি এবং ন্যায়ভিত্তিক ও বৈষম্যহীন সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে।

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ,

দেশজ জ্বালানির উৎপাদন বৃদ্ধি এবং সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার নিমিত্ত দেশের অন্যতম গ্যাস উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান এসজিএফএল নতুন গ্যাস অনুসন্ধান, নতুন কূপ খনন, বন্ধ কূপসমূহ ওয়ার্কওভারের মাধ্যমে পুনঃ উৎপাদনে আনয়ন, গ্যাস প্রসেস প্লান্ট স্থাপন, গ্যাস গ্যাদারিং পাইপলাইন নির্মাণ, ত্রিমাত্রিক সাইসমিক জরিপসহ বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে।

বর্তমানে কোম্পানির ৪টি গ্যাস ক্ষেত্রের ১৪টি কূপ হতে দৈনিক কম-বেশী ১৩০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস, দৈনিক ৬০০ ব্যারেল কনডেনসেট এবং দৈনিক ৩৫০ ব্যারেল এনজিএল উৎপাদন হচ্ছে। এসজিএফএল-এর গ্যাসের সাথে উল্লেখযোগ্য হারে উপজাত কনডেনসেট উৎপাদিত হয় যা কোম্পানির জন্মলগ্ন হতে নিজস্ব ফ্র্যাকশনেশন প্লান্টের মাধ্যমে প্রক্রিয়াকরণ করে পেট্রোল, ডিজেল ও কেরোসিন উৎপাদন এবং বিপণন করা হয়। দেশের তরল জ্বালানি চাহিদা পূরণে এ কোম্পানির রশিদপুরে দৈনিক ৩৭৫০ ও ৪০০০ ব্যারেল ক্ষমতাসম্পন্ন দু'টি কনডেনসেট ফ্র্যাকশনেশন প্লান্ট স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত প্লান্টদ্বয় হতে উৎপাদিত পেট্রোলকে অকটেনে রূপান্তরের জন্য রশিদপুরে দৈনিক ৩০০০ ব্যারেল ক্ষমতাসম্পন্ন একটি ক্যাটালাইটিক রিফরমিং ইউনিট (সিআরইউ) স্থাপন করা হয়েছে।

এ সকল প্লান্টের মাধ্যমে দৈনিক ১৩৩০ ব্যারেল অকটেন (RON 95), ২৩৩৪ ব্যারেল পেট্রোল (RON 89), ১৬০ ব্যারেল ডিজেল, ২১০ ব্যারেল কেরোসিন ও ১৮ ব্যারেল এলপিজি উৎপাদন করা হচ্ছে। উৎপাদিত অকটেন (RON 95), পেট্রোল (RON 89), কেরোসিন, ডিজেল ও এলপিজি দেশের আমদানি নির্ভর তরল জ্বালানির চাহিদা পূরণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। উৎপাদিত পেট্রোল (RON 89) জাতীয় চাহিদার ২৪% এবং অকটেন জাতীয় চাহিদার ১৬% পূরণ করছে।

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ,

দেশের ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে মানসম্মত পেট্রোলিয়াম পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাত করার পাশাপাশি গ্যাসের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে বন্ধ থাকা কৈলাশটিলা-২নং কূপ ও রশিদপুর-২নং কূপ ওয়ার্কওভার এবং রশিদপুর-৯নং কূপের গ্যাস গ্যাদারিং পাইপলাইন নির্মাণের মাধ্যমে উৎপাদনে আনা হয়েছে। এছাড়া, কৈলাশটিলা-৮ ও সিলেট-১০ নং অনুসন্ধান কূপের খনন কাজ শেষ হয়েছে। গ্যাস গ্যাদারিং পাইপলাইন নির্মাণ করে কৈলাশটিলা-৮ নং কূপকে উৎপাদনে আনা হয়েছে। সিলেট-১০ নং কূপের গ্যাস গ্যাদারিং পাইপলাইন নির্মাণ কাজ চলমান আছে। এতে দৈনিক ৬১ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাসের উপস্থিতি নিশ্চিত হয়েছে, যার মধ্যে ৪১ মিলিয়ন গ্যাস জাতীয় গ্রীডে সরবরাহ করা হচ্ছে। ২০২৬ সালের মধ্যে আরও ৩টি বন্ধ কূপ ওয়ার্কওভার ও ৫টি নতুন কূপ খননের মাধ্যমে বর্তমান উৎপাদনের সাথে আরও ১০০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস জাতীয় গ্রীডে সংযোজন করা সম্ভব হবে মর্মে আমি আশাবাদী। এছাড়া, এ ফিল্ডের গ্যাস রিজার্ভ ও রিসোর্স মূল্যায়নের লক্ষ্যে বিয়ানীবাজার ফিল্ডে ১৯১ বর্গকিলোমিটার এলাকায় ত্রি-মাত্রিক সাইসমিক জরিপ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। উক্ত জরিপ ফলাফলের ভিত্তিতে বিয়ানীবাজারে ৪টি নতুন কূপের লোকেশন চিহ্নিত হয়েছে এবং ৮০০ বিসিএফ গ্যাস মজুদ বিবেচিত হয়েছে। এ্যাকরেজ ব্লক ১৩ ও ১৪ তে ৮৬৫ বর্গ কিলোমিটার এলাকায় ত্রি-মাত্রিক সাইসমিক জরিপ ডাটা সংগ্রহ ও প্রসেসিং সমাপনান্তে ডাটা ইন্টারপ্রিটেশন কাজ চলমান আছে। ব্লক-১৩ ও ১৪ তে প্রাথমিক ইন্টারপ্রিটেশন রিপোর্ট-এ ১৩টি নতুন কূপ খননের লোকেশন বিবেচিত হয়েছে, ডুপিটিলা ও হারারগজ স্ট্রাকচারে তেলের স্তর আবিষ্কার হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আলোচ্য ব্লকের বর্ণিত স্ট্রাকচারসমূহে প্রায় ২ (দুই) টিসিএফ গ্যাসের মজুদ পাওয়া যেতে পারে মর্মে আশা করা যাচ্ছে।

১.০ উৎপাদনশীল গ্যাস ক্ষেত্রগুলোর সার্বিক অবস্থা

এসজিএফএল-এর পরিচালনাধীন ৪টি গ্যাস ক্ষেত্র হতে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে ১৬টি কূপের মাধ্যমে দৈনিক গড়ে প্রায় ১০৩.৬০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উৎপাদিত হয়েছে। কোম্পানির কার্য-পরিসীমায় উৎপাদনরত ৪টি গ্যাসক্ষেত্রের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ:

হরিপুর গ্যাস ফিল্ড

১৯৫৫ সালে হরিপুরে আবিষ্কৃত দেশের প্রথম গ্যাসক্ষেত্রে এযাবৎ মোট ১০টি কূপ খনন করা হয়েছে। সর্বশেষ Schlumberger SEACO Inc. কর্তৃক সম্পাদিত ৩ডি সাইসমিক রিভিউ প্রতিবেদন অনুযায়ী হরিপুর ফিল্ডের প্রাথমিক উত্তোলনযোগ্য গ্যাস মজুদের পরিমাণ ৩৮৫ বিলিয়ন ঘনফুট। ২০২৪ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত এ ফিল্ড হতে উত্তোলিত গ্যাসের পরিমাণ ২২৪.৭০৯ বিলিয়ন ঘনফুট যা উত্তোলনযোগ্য মজুদের শতকরা ৫৮.২১ ভাগ।

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে এ ফিল্ডের উৎপাদনরত ৩টি কূপ হতে গড়ে দৈনিক প্রায় ৫.৪৭ মিলিয়ন ঘনফুট উৎপাদিত গ্যাস সিলিকাজেল প্লান্টের মাধ্যমে প্রক্রিয়াকরণ করে জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিশন ও ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিমিটেড (জেজিটিডিএসএল)-এ সরবরাহ করা হয়েছে। এছাড়া, এ ফিল্ডে গ্যাসের উপজাত হিসেবে গড়ে দৈনিক প্রায় ৩৩.১৪ ব্যারেল কনডেনসেট উৎপাদিত হয়। উক্ত ফিল্ডের উৎপাদিত কনডেনসেট বেসরকারী প্রতিষ্ঠান মেসার্স এ্যাকুয়া রিফাইনারী লিমিটেড-এ সরবরাহ করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, আলোচ্য গ্যাসক্ষেত্রে সিলেট-১০নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এ কূপ হতে প্রসেস প্লান্ট পর্যন্ত গ্যাস গ্যাদারিং পাইপলাইন নির্মাণ কাজ চলমান আছে। গ্যাস গ্যাদারিং পাইপলাইন নির্মাণ কাজ শেষে এ কূপ হতে দৈনিক কম-বেশী ২০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উৎপাদন করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়। অপরদিকে, জুন ২০২৪ হতে সিলেট-৭নং কূপ ওয়ার্কওভার কাজ চলমান আছে। ওয়ার্কওভার কাজ শেষে এ কূপ হতে দৈনিক ১০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উৎপাদন করা সম্ভব হবে মর্মে আশা করা যায়।

কৈলাশটিলা গ্যাস ফিল্ড

১৯৬১ সালে আবিষ্কৃত এ গ্যাসক্ষেত্রে এযাবৎ মোট ৮টি কূপ খনন করা হয়েছে। সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী কৈলাশটিলা গ্যাস ফিল্ডের উত্তোলনযোগ্য গ্যাস মজুদের পরিমাণ ৮৭৮.৮০ বিলিয়ন ঘনফুট (Schlumberger SEACO Inc., 2018)। ২০২৪ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত এ ফিল্ড হতে উত্তোলিত গ্যাসের পরিমাণ ৮১২.১৭ বিলিয়ন ঘনফুট যা উত্তোলনযোগ্য মজুদের শতকরা ৯২.৪২ ভাগ।

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে এ ফিল্ডের উৎপাদনরত ৪টি কূপ হতে গড়ে দৈনিক প্রায় ২৮.০৩ মিলিয়ন ঘনফুট উৎপাদিত গ্যাস সিলিকাজেল ও এমএসটিই প্লান্টের মাধ্যমে প্রক্রিয়াকরণ করে জেজিটিডিএসএল এবং উত্তর-দক্ষিণ পাইপলাইনে সরবরাহ করা হয়। এছাড়া, গ্যাসের সাথে উৎপাদিত দৈনিক প্রায় ৩৬০.৮২ ব্যারেল কনডেনসেট রশিদপুরে স্থাপিত নিজস্ব ফ্র্যাকশনেশন প্লান্টের মাধ্যমে প্রক্রিয়াকরণ করে প্রাপ্ত পেট্রোল, ডিজেল ও কেরোসিন বিপিসি'র আওতাধীন বিপণন কোম্পানিসমূহকে সরবরাহ করা হয়। বিপিসি

কর্তৃক আরপিজিসিএল-এর কৈলাশটিলা এলপিজি প্লান্ট হতে অফস্পেক পেট্রোল (RON 81) উত্তোলন না করার প্রেক্ষিতে সেপ্টেম্বর ২০২০ হতে কৈলাশটিলা এলপিজি প্লান্ট বন্ধ ছিল বিধায় আরপিজিসিএল উক্ত প্লান্টের ফিড হিসেবে এনজিএল গ্রহণ করেনি এবং কৈলাশটিলা এমএসটিই প্লান্টে এনজিএল উৎপাদন বন্ধ রাখতে হয়। উল্লেখ্য যে, মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক অনুমোদনের পরিপ্রেক্ষিতে কৈলাশটিলা এলপিজি প্লান্ট পুনঃ চালুকরণের জন্য আরপিজিসিএল হতে এসজিএফএল-এর নিকট গত ৩০-০৫-২০২৪ তারিখে হস্তান্তরিত হয়। ০২-০৬-২০২৪ তারিখ থেকে এসজিএফএল-এর পরিচালনায় কৈলাশটিলা এলপিজি প্লান্ট পুনঃ চালু করা হয় এবং কৈলাশটিলা এমএসটিই প্লান্টে উৎপাদিত এনজিএল ফিড হিসেবে কৈলাশটিলা এলপিজি প্লান্টে সরবরাহ করা হচ্ছে।

উল্লেখ্য যে, আলোচ্য ফিল্ডে কৈলাশটিলা-২নং কূপের ওয়ার্কওভার ২৩-১১-২০২৩ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে কৈলাশটিলা-২নং কূপ হতে দৈনিক প্রায় ৫.৮৫ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উৎপাদিত হচ্ছে। এ ফিল্ডে কৈলাশটিলা-৮ নং কূপ খনন কাজ ১১-০১-২০২৪ তারিখে শুরু হয়ে ১৫-০৬-২০২৪ তারিখে শেষ হয়েছে। গ্যাস গ্যাদারিং পাইপলাইন নির্মাণ সমাপনান্তে কূপটি হতে বর্তমানে দৈনিক কম-বেশী ১৪ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উৎপাদিত হচ্ছে।

রশিদপুর গ্যাস ফিল্ড

১৯৬০ সালে আবিষ্কৃত এ গ্যাসক্ষেত্রে এ যাবৎ মোট ১১টি কূপ খনন করা হয়েছে। সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী রশিদপুর গ্যাস ফিল্ডের প্রাথমিক উত্তোলনযোগ্য গ্যাস মজুদের পরিমাণ ১,২৯৭.১০ বিলিয়ন ঘনফুট (Schlumberger SEACO Inc., 2018)। ২০২৪ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত এ ফিল্ড হতে উত্তোলিত গ্যাসের পরিমাণ ৭২২.৪৬১ বিলিয়ন ঘনফুট যা উত্তোলনযোগ্য মজুদের শতকরা ৫৫.৭০ ভাগ।

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে এ ফিল্ডের উৎপাদনরত ৭টি কূপ হতে গড়ে দৈনিক প্রায় ৫৫.০৩ মিলিয়ন ঘনফুট উৎপাদিত গ্যাস ২টি সিলিকাজেল ও ১টি গ্লাইকল ডিহাইড্রেশন প্লান্টের মাধ্যমে প্রক্রিয়াকরণ করে উত্তর-দক্ষিণ পাইপলাইনে সরবরাহ করা হয়েছে। এছাড়া, এ ফিল্ড হতে গ্যাসের উপজাত হিসেবে গড়ে দৈনিক প্রায় ৪০.৯৬ ব্যারেল কনডেনসেট উৎপাদিত হয়।

উল্লেখ্য যে, এ ফিল্ডের রশিদপুর-২নং কূপ ওয়ার্কওভার শেষে গত ০৯-০২-২০২৪ তারিখ থেকে দৈনিক ৮ মিলিয়ন ঘনফুট এবং রশিদপুর-৯নং কূপ হতে প্রসেস প্লান্ট পর্যন্ত গ্যাস গ্যাদারিং পাইপলাইন নির্মাণের মাধ্যমে ২৬-০১-২০২৪ তারিখ থেকে কম-বেশী দৈনিক ১৩ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উৎপাদন করে জাতীয় গ্রীডে সরবরাহ করা হচ্ছে।

বিয়ানীবাজার গ্যাস ফিল্ড

১৯৮১ সালে আবিষ্কৃত এ গ্যাসক্ষেত্রে এ যাবৎ মোট ২টি কূপ খনন করা হয়। বিজিপি ইনক. সিএনপিসি, চায়না কর্তৃক ২০২৪ সালে প্রণীত প্রতিবেদন অনুযায়ী বিয়ানীবাজার ফিল্ডের প্রাথমিক উত্তোলনযোগ্য গ্যাস মজুদের পরিমাণ ২৩৫.৮৭ বিলিয়ন ঘনফুট। ২০২৪ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত এ ফিল্ড হতে উত্তোলিত গ্যাসের পরিমাণ ১১৫.২১৮ বিলিয়ন ঘনফুট যা উত্তোলনযোগ্য মজুদের শতকরা ৪৮.৯৮ ভাগ।

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে এ ফিল্ডের উৎপাদনরত ২টি কূপ হতে গড়ে দৈনিক প্রায় ১৫.০৭ মিলিয়ন ঘনফুট উৎপাদিত গ্যাস সিলিকাজেল প্লান্টের মাধ্যমে প্রক্রিয়াকরণ করে জেজিটিডিএসএল-কে সরবরাহ করা হয়। এছাড়া, গ্যাসের সাথে গড়ে দৈনিক প্রায় ২২৯.৬৫ ব্যারেল কনডেনসেট উৎপাদিত হয়।

১.১ পরিচালন কার্যক্রম

কোম্পানির নিয়ন্ত্রণাধীন ৪টি উৎপাদনরত গ্যাস ফিল্ড যথা: হরিপুর, কৈলাশটিলা, রশিদপুর ও বিয়ানীবাজার গ্যাস ফিল্ড হতে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে মোট ১৬টি কূপ হতে গ্যাস উৎপাদন করা হয়। শেভরন বাংলাদেশ লিমিটেড পরিচালিত বিবিয়ানা গ্যাস ফিল্ডে উৎপাদিত কনডেনসেট রশিদপুর কনডেনসেট ফ্র্যাকশনেশন প্লান্ট, ৪০০০ বিপিডি কনডেনসেট ফ্র্যাকশনেশন প্লান্ট ও ৩০০০ বিপিডি ক্যাটালাইটিক রিফর্মিং ইউনিটের মাধ্যমে প্রসেস করে অকটেন (RON 95), পেট্রোল (RON 89), ডিজেল, কেরোসিন ও এলপিজি উৎপাদন করা হয়। উল্লেখ্য যে, মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক অনুমোদনের পরিপ্রেক্ষিতে কৈলাশটিলা এলপিজি প্লান্ট পুনঃ চালুকরণের জন্য আরপিজিসিএল হতে এসজিএফএল-এর নিকট গত ৩০-০৫-২০২৪ তারিখে হস্তান্তরিত হয়। ০২-০৬-২০২৪ তারিখ থেকে কৈলাশটিলা এলপিজি প্লান্ট পুনঃ চালু করা হয় এবং অদ্যাবধি উৎপাদনে আছে। কৈলাশটিলা এমএসটিই প্লান্টে উৎপাদিত এনজিএল কৈলাশটিলা এলপিজি প্লান্টে ফিড হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ফলে কৈলাশটিলা এলপিজি প্লান্ট উৎপাদনে আসায় কৈলাশটিলা এমএসটিই প্লান্টের মাধ্যমে এনজিএল উৎপাদন পুনরায় শুরু হয়েছে। কৈলাশটিলা এলপিজি প্লান্টে উৎপাদিত সুপারলাইট কনডেনসেট ট্যাংকলরীর মাধ্যমে রশিদপুর কনডেনসেট ফ্র্যাকশনেশন প্লান্টে প্রেরণ করা হচ্ছে, অতঃপর আন্ডারগ্রাউন্ড পাইপলাইনের মাধ্যমে স্থানান্তর করে ৩০০০ বিপিডি ক্যাটালাইটিক রিফর্মিং ইউনিটে প্রক্রিয়াকরণ করে বিএসটিআই মানমাত্রার পেট্রোল (RON 89) হিসেবে বিপিসি'র মাধ্যমে বিপণন করা হচ্ছে। অপরদিকে, উৎপাদিত এলপিজি নিকটে অবস্থিত এলপি গ্যাস লিমিটেড (এলপিজিএল)-এর কৈলাশটিলা এলপিজি বটলিং প্লান্টে সরবরাহ করা হচ্ছে।

এছাড়া, এসজিএফএল-এর নিজস্ব কনডেনসেটের অংশবিশেষ এবং এসজিএফএল-এর ব্যবস্থাপনায় বাপেক্স-এর ফেঞ্চুগঞ্জ ও শেভরনের মৌলভীবাজার গ্যাস ফিল্ডে উৎপাদিত কনডেনসেট, জেজিটিডিএসএল-এর শাহজিবাজার ডিআরএস-এ সংগৃহিত কনডেনসেট বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এ্যাকুয়া রিফাইনারী লিমিটেড-এ সরবরাহ করা হয়।

১.২ প্রক্রিয়াকরণ প্লান্ট/স্থাপনাসমূহের বিবরণ

এসজিএফএল-এর ফিল্ডসমূহে স্থাপিত গ্যাস প্রসেস প্লান্ট, কনডেনসেট ফ্র্যাকশনেশন প্লান্ট ও ক্যাটালাইটিক রিফর্মিং ইউনিটের বিবরণ নিম্নরূপ:

ক) গ্যাস প্রসেস প্লান্ট:

গ্যাস ফিল্ডের নাম	প্লান্টের ধরন (স্থাপনকাল)	প্ল্যান্টের সংখ্যা	দৈনিক প্রসেসিং ক্ষমতা (মিলিয়ন ঘনফুট)	উৎপাদিত পণ্য
হরিপুর	সিলিকাজেল (১০৬০-৬১, ২০২৩-২০২৪)	২	৭৫	গ্যাস, হেভী কনডেনসেট ও লাইট কনডেনসেট
কৈলাশটিলা	সিলিকাজেল (১৯৮২-৮৩)	১	৩০	
	এমএসটিই (১৯৯২-৯৫)	১	৯০	
রশিদপুর	সিলিকাজেল (১৯৯১-৯৩; ১৯৯৯-২০০০)	৩	১০৫	
	গ্লাইকল (১৯৯১-৯৩)	১	৭০	
বিয়ানীবাজার	সিলিকাজেল (১৯৯৯)	১	৬০	

খ) এলপিজি প্লান্ট, কনডেনসেট ফ্র্যাকশনেশন প্লান্ট ও ক্যাটালাইটিক রিফর্মিং ইউনিট:

প্লান্ট/স্থাপনার নাম		বিদ্যমান প্রসেস প্লান্ট			
		স্থাপনকাল	ইউনিট সংখ্যা	দৈনিক প্রসেসিং ক্ষমতা (ব্যারেল)	পণ্য
৩০০০ বিপিডি ক্যাটালাইটিং রিফরমিং ইউনিট (সিআরইউ)		২০২১	১	৩০০০	অকটেন, পেট্রোল, ডিজেল, কেরোসিন ও এলপিজি
৪০০০ বিপিডি কনডেনসেট ফ্র্যাকশনেশন প্লান্ট		২০১৮	১	৪০০০	
রশিদপুর কনডেনসেট ফ্র্যাকশনেশন প্লান্ট	ইউনিট-২	২০১২	১	১২৫০	বর্তমানে বন্ধ আছে
	ইউনিট-১	২০০৯	১	২৫০০	অকটেন, ডিজেল ও কেরোসিন
কৈলাশটিলা এলপিজি প্লান্ট	ইউনিট-২	২০০৭	১	১১০০	এসএলসি ও এলপিজি
	ইউনিট-১	১৯৯৮	১	৬০৫	বর্তমানে বন্ধ আছে
কৈলাশটিলা ফ্র্যাকশনেশন ইউনিট		১৯৮৩	১	৩০০	
হরিপুর ডিস্টিলেশন ইউনিট		১৯৬১	১	৬৮	

২.০ উৎপাদন পরিসংখ্যান

২.১ প্রাকৃতিক গ্যাস

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে হরিপুর, কৈলাশটিলা, রশিদপুর ও বিয়ানীবাজার গ্যাস ফিল্ডের ১৬টি কূপ হতে দৈনিক গড়ে প্রায় ১০৩.৬ মিলিয়ন ঘনফুট হারে সর্বমোট ৩৭.৯ বিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উৎপাদিত হয়েছে। প্রতিবেদনাধীন ও তৎপূর্ববর্তী অর্থবছরের ফিল্ড ভিত্তিক গ্যাস উৎপাদন পরিসংখ্যান নিম্নরূপ:

ফিল্ড	২০২৩ - ২০২৪		২০২২ - ২০২৩	
	উৎপাদনরত কূপ সংখ্যা (কূপ নং)	মোট উৎপাদন (মিলিয়ন ঘনফুট)	উৎপাদনরত কূপ সংখ্যা (কূপ নং)	মোট উৎপাদন (মিলিয়ন ঘনফুট)
হরিপুর	৩টি (৭, ৮ ও ৯)	২০০২.২৮৪	৩টি (৭,৮ ও ৯)	১৯৮৫.৫৭২
কৈলাশটিলা	৪টি (২, ৪, ৬ ও ৭)	১০২৫৯.৮৪৫	৩টি (৪, ৬ ও ৭)	১১৬৪৩.৫৪৩
রশিদপুর	৭টি (১, ২, ৩, ৪, ৭, ৮ ও ৯)	২০১৪২.৬৮৮	৫টি (১, ৩, ৪, ৭ ও ৮)	১৬০১১.৫৮৭
বিয়ানিবাজার	২টি (১ ও ২)	৫৫১৫.০৪২	২টি (১ ও ২)	৪১০৩.৩০৯
মোট	১৬ টি	৩৭৯১৯.৮৫৯	১৩ টি	৩৩৭৪৪.০১১

২০২২-২০২৩ অর্থবছরের তুলনায় কোম্পানির মোট গ্যাস উৎপাদন ৪১৭৫.৮৪৮ মিলিয়ন ঘনফুট বৃদ্ধি পেয়েছে। গত বছরের তুলনায় ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের তুলনায় ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে কোম্পানির মোট গ্যাস উৎপাদন ৪১৭৫.৮৪৮ মিলিয়ন ঘনফুট বৃদ্ধি পেয়েছে। গ্যাস গ্যাদারিং পাইপলাইন নির্মাণ শেষে সিলেট-১০ নং কূপ উৎপাদনে আসলে এবং চলমান ওয়ার্কওভার ও খনন প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন শেষে কোম্পানির গ্যাস উৎপাদন উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পাবে মর্মে প্রত্যাশা করা যায়।

২.২ কনডেনসেট ও ন্যাচারাল গ্যাস লিক্যুইডস (এনজিএল)

২০২৩-২০২৪ অর্থবছর ও পূর্ববর্তী অর্থবছরের ফিল্ডভিত্তিক কনডেনসেট ও এনজিএল উৎপাদন পরিসংখ্যান নিম্নরূপ:

ইউনিট: কিলোলিটার

ফিল্ড	২০২৩ - ২০২৪			২০২২ - ২০২৩		
	হেভী কনডেনসেট	লাইট কনডেনসেট	এনজিএল	হেভী কনডেনসেট	লাইট কনডেনসেট	এনজিএল
হরিপুর	১০৫২.৯৩৭	৮৭৫.৫৭৬	-	১২৩৭.৯৫৭	৭০৮.৬৮৭	-
কৈলাশটিলা	২০৯৯৬.৮৮	-	১৩৭০	২৩০৭৯.২৮৩	১৮.৪৫৯	-
রশিদপুর	৭০৭.২৮৭	১৬৭৬.৩৮৬	-	৬১৭.২২২	১৬২১.৯৬৮	-
বিয়ানিবাজার	১৩৩৬৩.৪৫১	-	-	৯৯৬২.৯৭৭	০.০০	-
মোট	৩৬১২০.৫৫৫	২৫৫১.৯৬২	-	৩৪৮৯৭.৪৩৯	২৩৪৯.১১৪	-
কনডেনসেট (হেভী+লাইট)	৩৮৬৭২.৫১৭			৩৭২৪৬.৫৫৩		-

২.৩ অকটেন, পেট্রোল, ডিজেল, কেরোসিন ও এলপিজি

শেভরনের বিবিয়ানা ফিল্ডের কনডেনসেট গ্রহণপূর্বক এসজিএফএল-এর রশিদপুর কনডেনসেট ফ্র্যাকশনেশন প্লান্ট এবং ৪০০০ বিপিডি সিএফপি-এ প্রক্রিয়াকরণ করে মটর স্পিরিট (RON 81), ডিজেল ও কেরোসিন উৎপাদন করা হয়। কোম্পানি বিএসটিআই নির্ধারিত মানমাত্রার জ্বালানি তেল সরবরাহের লক্ষ্যে রশিদপুরে দৈনিক ৩০০০ ব্যারেল ক্ষমতাসম্পন্ন ক্যাটালাইটিক রিফর্মিং ইউনিট (সিআরইউ) স্থাপন করে। উক্ত প্লান্টের মাধ্যমে মে ২০২১ মাস হতে বিএসটিআই নির্ধারিত মানমাত্রার পেট্রোল (RON 89), অকটেন (RON 95) ও এলপিজি উৎপাদন করা হচ্ছে। এসব ফ্র্যাকশনেশন প্লান্টসমূহে এ অর্থবছরে উৎপাদিত পেট্রোল (RON 89), অকটেন (RON 95), ডিজেল, কেরোসিন ও এলপিজি'র ফিল্ড/স্থাপনাভিত্তিক উৎপাদন পরিসংখ্যান নিম্নরূপ:

ইউনিট: কিলোলিটার

ফিল্ড	২০২৩-২০২৪					২০২২-২০২৩				
	পেট্রোল	অকটেন	ডিজেল	কেরোসিন	এলপিজি	পেট্রোল	অকটেন	ডিজেল	কেরোসিন	এলপিজি
৪০০০ সিএফপি ও ৩০০০ সিআরইউ	১,৪৩,৫৪৩.৯৬৬	৭১,০৪৩.৯৮৭	৮,৬৪১.৯৯১	১৩,৬৬২.৫৫৮	৪.১৯৬	১,০০,৪৩৯.৯১৮	৯০,৬১৬.৮০০	১৬,৬৭৫.৬৪২	২১,১১৭.৮৩৫	৯৮৮.৫৪৭
আরসিএফপি	-	-	২৯৬.৫২৮	৫৬৬.২০৫	-	-	-	৯০৬.০৫৫	-	-
কৈলাশটিলা এলপিজি প্লান্ট	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
মোট	১,৪৩,৫৪৩.৯৬৬	৭১,০৪৩.৯৮৭	৮,৯৩৮.৫১৯	১৪,২২৮.৭৬৩	৪.১৯৬	১০০,৪৩৯.৯১৮	৯০,৬১৬.৮০০	১৭,৫৮১.৬৯৭	২১,১১৭.৮৩৫	৯৮৮.৫৪৭

৩.০ বিক্রয় পরিসংখ্যান

৩.১ প্রাকৃতিক গ্যাস

গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানি লিমিটেড প্রদত্ত বিভাজন অনুযায়ী জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিশন এ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিমিটেড, বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড এবং পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড-এর নিকট ৩৭,৪২৬.৫৯ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস বিক্রয় এবং নিজস্ব ব্যবহার ও বৈদ্যুতিক জেনারেটরসমূহের জ্বালানির কাজে ব্যবহৃত ২০৭.২৬ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাসসহ ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে সর্বমোট ৩৭,৬৩৩.৮৫ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস বিক্রয় করা হয়। এছাড়া, এ অর্থবছরে গ্যাস প্রসেস প্লান্ট পরিচালনার কাজে (প্রসেস হিটার ও কম্প্রেসর ফুয়েল হিসেবে) ২৮৬.০১ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস ব্যবহার করা হয়েছে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে গ্যাস বিক্রয়ের পরিমাণ ছিল মোট ৩৩,১২৪.৩১ মিলিয়ন ঘনফুট।

৩.২ পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যাদি

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে কোম্পানির বিয়ানীবাজার, কৈলাশটিলা, রশিদপুর ও হরিপুর গ্যাস ফিল্ড হতে গ্যাস-সহজাত হেভী ও লাইট কনডেনসেট বিক্রয়ের পরিমাণ ১৫,৩২৫.৩৭ কিলোলিটার। বাপেক্সের ফেঞ্চুগঞ্জ ফিল্ডের ৫৪০ কিলোলিটার কনডেনসেট এবং জালালাবাদ গ্যাস টিএন্ডডি সিস্টেম লিমিটেড-এর ১৩.৫০ কিলোলিটার কনডেনসেট এসজিএফএল-এর নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় হ্যান্ডলিং করে বেসরকারি পর্যায়ে নির্মিত কনডেনসেট ফ্র্যাকশনেশন প্লান্টে সরবরাহ করা হয়েছে। অর্থাৎ, দেশে বেসরকারি পর্যায়ে নির্মিত এবং এসজিএফএল-এর সাথে চুক্তিবদ্ধ কনডেনসেট ফ্র্যাকশনেশন প্লান্টের নিকট এ অর্থবছরে কোম্পানির নিজস্ব, বাপেক্সের ফেঞ্চুগঞ্জ ফিল্ড ও জালালাবাদ গ্যাস টিএন্ডডি সিস্টেম লিমিটেড হতে সংগ্রহ করে বিক্রিত কনডেনসেটের পরিমাণ ১৫,৮৭৮.৮৭ কিলোলিটার, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় (১৫,৮৭৮.৮৭ - ১৩,০৪১) = ২,৮৩৭.৮৭ কিলোলিটার বা শতকরা ২৭.৭৬ ভাগ বেশি। আরসিএফপি, ৪০০০ ব্যারেল সিএফপি, কৈলাশটিলা এলপিজি প্লান্টের মাধ্যমে কনডেনসেট প্রক্রিয়া করে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে পেট্রোল ১৪৬,৮৩২.৬৯ কিলোলিটার, ডিজেল ৯,১৮৪.৩০ কিলোলিটার, কেরোসিন ১৪,১৫৩.৪৪ কিলোলিটার, অকটেন ৭৩,২১১.৬৩ কিলোলিটার এবং এলপিজি ২৪৪.৬৬ মেট্রিক টন বিক্রয় করা হয়।

৪.০ আর্থিক পর্যালোচনা

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ, ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে কোম্পানির আর্থিক কার্যক্রমের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী উপস্থাপন করছিঃ

৪.১ বিক্রয়লব্ধ আয়

আলোচ্য অর্থবছরে কোম্পানির গ্যাস, কনডেনসেট, পেট্রোল, ডিজেল, কেরোসিন ও এনজিএল বিক্রয়ের একটি পরিসংখ্যান নিম্নে দেয়া হলোঃ

গ্যাসঃ এমএমসিএফ, উপজাত দ্রব্যঃ কিলোলিটার

পণ্য	২০২৩-২০২৪			২০২২-২০২৩		
	বিক্রয়ের পরিমাণ	আয়ের পরিমাণ (কোটি টাকা)	আয়ের হার (%)	বিক্রয়ের পরিমাণ	আয়ের পরিমাণ (কোটি টাকা)	আয়ের হার (%)
গ্যাস	৩৭,৬৩৩.৮৫	৩৪৯.০০	১৩.৬০	৩৩,১২৪.৩১	১৭৪.১২	১০.৬৩
কনডেনসেট	১৫,৩২৫.৩৭	২,২১৮.০৩	৮৬.৪০	১২,৫৬৮.৫০	১,৪৬৪.০০	৮৯.৩৭
পেট্রোল	১,৪৬,৮৩২.৬৯			৯৮,০০৮.০০		
ডিজেল	৯,১৮৪.৩০			১৭,১১৩.৮৭		
কেরোসিন	১৪,১৫৩.৪৪			২২,৩৫৬.৮৭		
অকটেন	৭৩,২১১.৬৩			৮৯,৪৯৩.১৮		
এলপিজি (কেজি)	২৪৪.৬৬			৭৪৭.৬৬		
এনজিএল	৫৫			-		
মোট আয়		২৫৬৭.০৩	১০০		১,৬৩৮.১২	১০০

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে সর্বমোট বিক্রয়লব্ধ আয়ের পরিমাণ ২,৫৬৭.০৩ কোটি টাকা, যা পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ৯২৮.৯১ কোটি টাকা বা শতকরা ৫৬.৭১ ভাগ বেশি। কোম্পানির ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে গ্যাস বিক্রয়ের পরিমাণ ১০৬৬ এমএমসিএম, যা বিগত বছরের বিক্রয়ের পরিমাণ ৯৩৮ এমএমসিএম-এর তুলনায় ১২৮ এমএমসিএম বা শতকরা ১৩.৬৩ ভাগ বেশি। আলোচ্য দু'টি আর্থিক বছরের গ্যাস বিক্রয় আয় তুলনা করে ১০০.৪৩% তারতম্য পাওয়া যায়। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে এসজিএফএল-এর ফ্রাকশনেশন প্লান্টে কনডেনসেট বরাদ্দ ও প্রকৃত প্রাপ্তি পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং কনডেনসেট হতে মটর স্পিরিট

আহরণের হার বৃদ্ধি পাওয়ায় মটর স্পিরিট উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে বিক্রয় আয়ও বৃদ্ধি পেয়েছে। উল্লেখ্য যে, চলতি অর্থবছরে পেট্রোল, ডিজেল ও কেরোসিন আহরণের হার ৯২:৩:৫, যা পূর্ববর্তী বছরে ছিল ৯০:৪:৬।

৪.২ উৎপাদন সহায়ক ব্যয়

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে ১৯২.৪৯ কোটি টাকা উৎপাদন সহায়ক ব্যয় বাজেট বরাদ্দের বিপরীতে প্রকৃত ব্যয় হয় ১৪৫.১১ কোটি টাকা, যা বাজেট বরাদ্দের তুলনায় ৪৭.৩৮ কোটি টাকা বা শতকরা ২৪.৬২ ভাগ কম। এ অর্থবছরে বেতন-ভাতাদি খাতে ১১.৮৪ কোটি টাকা ও প্রসেস প্লান্টের রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় ২৪.৯৬ কোটি টাকা কম হয়েছে। এছাড়া, বিভিন্ন উপ-খাতে অত্যাবশ্যকীয় নয় এমন ব্যয় না হওয়ায় আরও ১০.৫৮ কোটি টাকা ব্যয় হ্রাস পেয়েছে।

৪.৩ পরিচালন ব্যয়

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে পরিচালন ব্যয় খাতে বাজেটে প্রাক্কলন ছিল ১,৬৭৮.৮২ কোটি টাকা এবং প্রকৃত পরিচালন ব্যয় হয়েছে ১,৬০৫.৩৫ কোটি টাকা, যা বাজেট প্রাক্কলনের তুলনায় শতকরা ৪.৩৮ ভাগ কম। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে বেতন-ভাতাদি খাতে ১১.৮৪ কোটি টাকা, প্লান্টের রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় কম প্রয়োজন হওয়ায় ২৪.৯৬ কোটি টাকা, বিভিন্ন উপ-খাতে আরো ১০.৫৮ কোটি টাকা, অবচয় খাতে ২.১৯ কোটি টাকা, মজুদ সমন্বয় খাতে বাজেটের তুলনায় ৫.১২ কোটি টাকা, কনডেনসেট ক্রয় খাতে ৩.৯৩ কোটি টাকা এবং আরসিএফপি ও ৪০০০ ব্যারেল সিএফপি'র উৎপাদিত পণ্যাদির বিক্রয়জনিত পরিবহন ব্যয় বাজেটের তুলনায় ১৫.১৭ কোটি টাকা ব্যয় কম হয়েছে। অপরদিকে, ডিপ্লিশন খাতে ০.৩২ কোটি টাকা ব্যয় বেশি হয়েছে।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে পরিচালন খাতে ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ১,০৮০.৯৩ কোটি টাকা। এ অর্থবছরে পরিচালন খাতে প্রকৃত ব্যয় ১,৬০৫.৩৫ কোটি টাকা, যা পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ৫২৪.৪২ কোটি টাকা বা শতকরা ৪৮.৫২ ভাগ বেশি। পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় চলতি ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে কোম্পানির ফ্রাকশনেশন প্লান্টের ফিড কনডেনসেট ক্রয় বাবদ ৪৭৪.৫৬ কোটি টাকা ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়াও, বেতন-ভাতাদি বাবদ ৯.১৫ কোটি টাকা, প্লান্টের রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ ৯.৯৫ কোটি টাকা, ডিপ্লিশন বাবদ ১.৭৪ কোটি টাকা, বিক্রয় ব্যয় বাবদ ৩০.০০ কোটি টাকা, অবচয় বাবদ ০.১০ কোটি টাকা ব্যয় এবং বিভিন্ন উপখাত বাবদ ৪.৪৬ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। অপরদিকে, পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় মজুদ সমন্বয় বাবদ ৫.৫৫ কোটি টাকা ব্যয় হ্রাস পেয়েছে।

৪.৪ মুনাফা

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে গ্যাস, কনডেনসেট ও বিভাজিত পণ্যাদির বিক্রয়লব্ধ আয় এবং অন্যান্য আয়ের সাথে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের আয়ের তুলনামূলক বিবরণ নিম্নরূপ:

পণ্য	২০২৩ - ২০২৪		২০২২ - ২০২৩	
	পরিমাণ (কোটি টাকা)	হার (%)	পরিমাণ (কোটি টাকা)	হার (%)
গ্যাস	৩৪৯.০০	১২.৮৮	১৭৪.১২	৯.৯৬
সহজাত দ্রব্য ও বিভাজিত পণ্য	২,২১৮.০৩	৮১.৮৫	১,৪৬৪.০০	৮৩.৭৪
সুদসহ অন্যান্য আয়	১৪২.৮৩	৫.২৭	১১০.২৪	৬.৩০
মোট	২,৭০৯.৮৬	১০০.০০%	১,৭৪৮.৩৬	১০০.০০%

উল্লিখিত আয় হতে গ্যাস ও পেট্রোলিয়াম পণ্যাদির ওপর ভ্যাট, পরিচালন ও অন্যান্য ব্যয়সহ মোট রাজস্ব ব্যয় ২,১৬৯.৬৩ কোটি টাকা বাদ দেয়ার পর এ অর্থবছরে কোম্পানি মোট ৫৪০.২৩ কোটি টাকা করপূর্ব মুনাফা অর্জন করেছে, যা গত অর্থবছরের তুলনায় ২৩৯.১৮ কোটি টাকা বা শতকরা ৭৯.৪৫ ভাগ বেশী।

৪.৫ আর্থিক সূচকসমূহ

সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গ্যাস উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ঋণ ও ইক্যুইটি অনুপাতের গ্রহণযোগ্য সর্বোচ্চসীমা ৬০:৪০ এর বিপরীতে এ অর্থবছর শেষে অনুপাত ২২.৫২:৭৭.৪৮ এ দাঁড়িয়েছে, যা পূর্ববর্তী বছরে ছিল ১৮.৭৩:৮১.২৭। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে রশিদপুর-৯ নং কূপ হতে রশিদপুর ফিল্ডের গ্যাস প্রসেস প্লান্ট পর্যন্ত পাইপলাইন, সিলেট কূপ নং-১০, একারেজ ব্লক-১৩ ও ১৪'র ৩ডি সাইসমিক এবং হরিপুর ফিল্ডে গ্যাস প্রসেস প্লান্ট স্থাপন প্রকল্পের বিপরীতে গ্যাস উন্নয়ন তহবিল হতে ৩৭২.৭২ কোটি টাকা ঋণ গ্রহণ করা হয় এবং ১৩.৯০ কোটি টাকা ঋণ পরিশোধ করা হয়। ফলে, ঋণের নিট বৃদ্ধি ৩৫৮.৮২ কোটি টাকা। ঋণ বৃদ্ধি পাওয়ায় এ অনুপাতে ঋণের হার বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া, নিট গড় স্থায়ী সম্পদের ওপর রিটার্ন দাঁড়িয়েছে শতকরা ৩৪.৪৭ ভাগ, যা গত অর্থবছরে ছিল শতকরা ১৮.৯৮ ভাগ।

৫.০ সরকারি কোষাগারে জমা

কোম্পানি এ অর্থবছরে (২০২৩-২০২৪) জাতীয় রাজস্ব বোর্ডসহ সরকারি কোষাগারে মোট ৭৭৮.৪৪ কোটি টাকা পরিশোধ করেছে, যা কোম্পানির বিক্রয়লব্ধ আয়ের শতকরা ৩০.৩২ ভাগ। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে এ খাতে সর্বমোট প্রদত্ত অর্থের পরিমাণ ছিল ৫৬৫.৮৬ কোটি টাকা। কোম্পানির বিক্রয় আয় বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং বিগত অর্থবছরের তুলনায় রাজস্ব পরিশোধের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এ অর্থবছরে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডসহ সরকারি কোষাগারে খাতওয়ারী পরিশোধের পরিমাণ নিম্নরূপ:

খাত	২০২৩-২০২৪		২০২২-২০২৩	
	পরিমাণ (কোটি টাকা)	হার (%)	পরিমাণ (কোটি টাকা)	হার (%)
সম্পূরক শুল্ক ও মূসক	৪৮৩.৬৯	৫৩.৮২	৩৪৩.৪৫	৬০.৭০
আয়কর	২০৪.৪৯	৩২.০৪	১৪১.৫৩	২৫.০১
লভ্যাংশ	৭০.০০	১০.৯৭	৬০.০০	১০.৬০
ডিএসএল	২০.২৬	৩.১৭	২০.৮৮	৩.৬৯
মোট	৭৭৮.৪৪	১০০.০০	৫৬৫.৮৬	১০০.০০

৬.০ দেনা-পাওনা

৩০ জুন ২০২৪ তারিখে কোম্পানির গ্যাস এবং পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যাদি বিক্রয়ের একাউন্টস্ রিসিভেবল-এর পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৮৭৪.৯৪ কোটি টাকা, যা গড়ে ৫ মাসের পাওনার সমপরিমাণ। বিপিসি'র অধীনস্থ পদ্মা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড, যমুনা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড এবং মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড-এর নিকট পেট্রোলিয়াম পণ্য বিক্রয়ের বিল জানুয়ারি ২০১৫ হতে বিপিসি কর্তৃক সরাসরি এসজিএফএল-কে পরিশোধ শুরু করার পর হতে বকেয়া পাওনার প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। পূর্ববর্তী অর্থবছরে একাউন্টস রিসিভেবল-এর পরিমাণ ছিল ৬৩১.১৯ কোটি টাকা, যা ৬ মাসের গড় পাওনার সমপরিমাণ।

৩০ জুন ২০২৪ তারিখে গ্যাস বিতরণ কোম্পানিসমূহের নিকট কোম্পানির পাওনার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২৮৫.৫৯ কোটি টাকা, যা গড়ে ১০.৫৭ মাসের পাওনার সমপরিমাণ। পূর্ববর্তী বছরে এর পরিমাণ ছিল ৯০.৩২ কোটি টাকা, যা ৬ মাসের গড় পাওনার সমপরিমাণ।

অপরদিকে, এসডি ও ভ্যাটের বিপরীতে সরকারি রাজস্ব বাবদ ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে কোম্পানির আর্থিক দায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ১২০.৫৯ কোটি টাকা, যা গড়ে ২ মাসের দেনার সমপরিমাণ এবং কোম্পানির রশিদপুর কনডেনসেট ফ্র্যাকশনেশন প্লান্টের জন্য কনডেনসেট ক্রয় ও এসজিএফএল-এর মাধ্যমে বেসরকারি কোম্পানির নিকট বিক্রয়কৃত পেট্রোবাংলার কনডেনসেটের বিপরীতে পেট্রোবাংলার নিকট দেনার পরিমাণ ৩২২.৭৩ কোটি টাকা, যা গড়ে ৩ মাসের দেনার সমপরিমাণ। উক্ত দেনার পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরে ছিল ১৯৮ কোটি টাকা। জুন ২০২৪ পর্যন্ত সময় জিডিএফ হতে গৃহীত বকেয়া ঋণের অর্থের পরিমাণ ১২৩১.০৪ কোটি টাকা। অপরদিকে, জিডিএফ ফান্ড হতে কৈলাশটিলা-৭ কূপের প্রাপ্ত গ্যাস বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক না হওয়ায় এবং রশিদপুর-১০ ও ১২ তে কোন গ্যাস না পাওয়ায় প্রকল্পসমূহের বিপরীতে জিডিএফ ফান্ড হতে গৃহীত ঋণ অনুদান হিসেবে বিবেচনা করার জন্য পেট্রোবাংলায় পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

৭.০ মূলধন কাঠামো

৭.১ অনুমোদিত মূলধন

কোম্পানির বর্তমান অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ৫০০ কোটি টাকা, যা প্রতিটি ১০.০০ টাকা মূল্যমানের ৫০ কোটি সাধারণ শেয়ারে বিভাজন করা হয়েছে।

৭.২ পরিশোধিত মূলধন

এ অর্থবছরে কোম্পানির মোট পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৪২.০১ কোটি টাকা।

৭.৩ লভ্যাংশ

সরকার/পেট্রোবাংলা ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে এসজিএফএল-এর ওপর ৭০.০০ কোটি টাকা লভ্যাংশ ধার্য করে, যা এসজিএফএল-এর পরিশোধিত মূলধনের শতকরা ৪৯.২৯ ভাগ। ধার্যকৃত লভ্যাংশ ইতোমধ্যে অগ্রিম হিসেবে পরিশোধ করা হয়েছে।

৮.০ উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ

দেশে ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদা পূরণের পাশাপাশি কোম্পানির উৎপাদনশীলতা ও আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে বর্তমানে নিম্নোক্ত প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নাধীন রয়েছে:

(ক) সদ্য সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্প

(১) সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড (এসজিএফএল)-এর বিয়ানীবাজার ফিল্ডে ৩-ডি সাইসমিক জরিপ প্রকল্প:

কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়নে ৪৭১৯.০০ লক্ষ টাকা বৈদেশিক মুদ্রাসহ মোট ৫৮৬০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে অক্টোবর ২০২০ হতে জুন ২০২৪ পর্যন্ত সময়কালে এ প্রকল্পের আওতায় বিয়ানীবাজার স্ট্রাকচারে ১৯১ বর্গকিলোমিটার এলাকায় ৩-ডি সাইসমিক জরিপ সমাপ্ত হয়েছে। আলোচ্য ৩-ডি সাইসমিক জরিপের মাধ্যমে হাইড্রোকার্বন রিজার্ভ ও রিসোর্স এস্টিমেট করা এবং নতুন কূপ খননের লোকেশন চিহ্নিত করা হয়েছে।

(২) রশিদপুর-৯নং কূপ হতে প্রসেস প্লান্ট পর্যন্ত গ্যাস গ্যাদারিং পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প:

গ্যাস উন্নয়ন তহবিল (জিডিএফ) ও কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়নে মোট ৩৩৬৩.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জানুয়ারি ২০২২ হতে জুন ২০২৪ পর্যন্ত সময়কালে এ প্রকল্পের আওতায় রশিদপুর-৯নং কূপ হতে প্রসেস প্লান্ট পর্যন্ত ১৩ কিলোমিটার গ্যাস গ্যাদারিং পাইপলাইন নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। গ্যাস গ্যাদারিং পাইপলাইন নির্মাণ কাজ সম্পাদন করে ২৬-০১-২০২৪ তারিখ হতে রশিদপুর-৯নং কূপ হতে ১৩ মিলিয়ন ঘনফুট হারে জাতীয় গ্রীডে গ্যাস সরবরাহ করা হচ্ছে।

(খ) চলমান অনুমোদিত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ

(১) কৈলাশটিলা-৮নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন প্রকল্প:

কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়নে ৪০৬২.০০ লক্ষ টাকার বৈদেশিক মুদ্রাসহ মোট ১৭২৫৯.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জানুয়ারি ২০২১ হতে ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত সময়কালে বাস্তবায়নাধীন এ প্রকল্পের আওতায় টার্গেট ডেপ্থ ৩৫০০ মিটার পর্যন্ত খনন সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ১.৩ কিলোমিটার গ্যাস গ্যাদারিং পাইপলাইন নির্মাণ কাজ সমাপনান্তে ২৪-০৭-২০২৪ তারিখ থেকে দৈনিক ১৪ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস সরবরাহ করা হচ্ছে।

(২) এ্যাকরেজ ব্লক-১৩ ও ১৪ এর অবমুক্ত এলাকায় ৩-ডি সাইসমিক জরিপ প্রকল্প:

গ্যাস উন্নয়ন তহবিল (জিডিএফ) ও কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়নে ২৩০৩১.০০ লক্ষ টাকা বৈদেশিক মুদ্রাসহ মোট ২৮১৯৬.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২৪ পর্যন্ত সময়কালে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের ডিপিপি ২৬-০৮-২০২১ তারিখে মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের আওতায় সিলেট ও মৌলভীবাজার জেলায় এ্যাকরেজ ব্লক-১৩ ও ১৪ এর অবমুক্ত অংশে (এসজিএফএল অংশ) প্রায় ৮৬৫ বর্গকিলোমিটার এলাকায় (৮ কিলোমিটার গভীরতা পর্যন্ত) সম্পাদিতব্য ৩-ডি সাইসমিক জরিপের মাধ্যমে হাইড্রোকার্বন রিজার্ভ ও রিসোর্স এস্টিমেট করা এবং নতুন কূপ খননের লোকেশন চিহ্নিত করা হবে। প্রকল্পের বাতচিয়া, ডুপিটিলা, সিলেট সাউথ, জকিগঞ্জ ও হারারগজ এলাকায় ডাটা এ্যাকুইজিশন ও প্রসেসিং সম্পন্ন হয়েছে এবং ডাটা ইন্টারপ্রিটেশন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। জুন ২০২৪ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ১৪১৮৯.০০ লক্ষ টাকা ও বাস্তব অগ্রগতি ৮০.৮১%।

(৩) সিলেট-১০নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন প্রকল্প, ১ম সংশোধিত:

গ্যাস উন্নয়ন তহবিল (জিডিএফ) ও কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়নে ৩৭৮০৯.০০ লক্ষ টাকা বৈদেশিক মুদ্রাসহ মোট ৫১৭১০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে অক্টোবর ২০২১ হতে জুন ২০২৫ পর্যন্ত সময়কালে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের আরডিপিপি ২৭-০৫-২০২৪ তারিখে মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ২৪-০৬-২০২৩ তারিখে সিলেট-১০নং কূপটির খনন কাজ শুরু করে ২৫৭৬ মিটার পর্যন্ত সম্পন্ন করে। ডিএসটি ও প্রোডাকশন টেস্টিং-এর মাধ্যমে দৈনিক ২০ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উৎপাদন পরীক্ষা করা হয়েছে। সিলেট-১০নং কূপ হতে হরিপুর প্রসেস প্লান্ট পর্যন্ত ১০ কিলোমিটার ৪ ইঞ্চি ব্যাসের উচ্চচাপ বিশিষ্ট গ্যাস গ্যাদারিং পাইপলাইন নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। এছাড়া, এ প্রকল্পের আওতায় সিলেট-১০এক্স নং কূপটি খনন করা হবে। এ কূপটির খনন কাজ সফলভাবে সম্পন্ন হলে দৈনিক কমবেশী ২০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উৎপাদন করা সম্ভব হবে। জুন ২০২৪ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ২১১০৬.৫৮ লক্ষ টাকা ও বাস্তব অগ্রগতি ৪১.৪১%।

(৪) হরিপুর ফিল্ডে দৈনিক ৪৫ মিলিয়ন ঘনফুট ক্ষমতাসম্পন্ন গ্যাস প্রসেস প্লান্ট স্থাপন প্রকল্প:

গ্যাস উন্নয়ন তহবিল (জিডিএফ) ও কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়নে ৯৭৫৩.০০ লক্ষ টাকা বৈদেশিক মুদ্রাসহ মোট ১২৩১০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ০১-১০-২০২২ হতে ৩০-০৯-২০২৪ পর্যন্ত সময়কালে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের ডিপিপি ৩১-০৮-২০২২ তারিখে মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের Civil Construction কাজের মধ্যে Building Construction কাজ প্রায় ৯৮% এবং Equipment Foundation কাজ প্রায় ৯৯% সম্পন্ন হয়েছে। প্রসেস প্লান্টের বিভিন্ন Equipment স্থাপন কাজের প্রায় ৯৮% সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে হরিপুর ফিল্ডের কূপসমূহ হতে উত্তোলিত গ্যাস প্রসেস করে তা সরবরাহের মাধ্যমে দেশের ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদার আংশিক পূরণ করা যাবে। জুন ২০২৪ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৭৫৩০.০০ লক্ষ টাকা ও বাস্তব অগ্রগতি ৭৭.৬৩%।

(৫) **কৈলাশটিলা-২, রশিদপুর-২, রশিদপুর-৫ ও সিলেট-৭নং কূপ ওয়ার্কওভার প্রকল্প:**

কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়নে মোট ২৮৭৪০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জানুয়ারি ২০২৩ হতে ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত সময়কালে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের ডিপিপি ২৯-০১-২০২৩ তারিখে মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়। এ প্রকল্পের আওতায় ওয়ার্কওভার সম্পন্ন করে কৈলাশটিলা-২ নং কূপ থেকে ২৩-১১-২০২৩ তারিখ হতে দৈনিক ৬.০ মিলিয়ন ঘনফুট এবং রশিদপুর-২ নং কূপ থেকে ৮.০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উৎপাদনের মাধ্যমে জাতীয় গ্রীডে সরবরাহ করা হচ্ছে। বর্তমানে সিলেট-৭ নং কূপে ওয়ার্কওভার কাজ চলমান রয়েছে। জুন, ২০২৪ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৫৫০০.০০ লক্ষ টাকা ও বাস্তব অগ্রগতি ৭৭.০৭%।

(৬) **সিলেট-১১নং (উন্নয়ন কূপ) ও রশিদপুর-১৩নং (অনুসন্ধান কূপ) খনন:**

কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়নে ৪১৬৮৩.০০ লক্ষ টাকা বৈদেশিক মুদ্রাসহ মোট ৫৯৯৫০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মার্চ ২০২৪ হতে জুন ২০২৬ পর্যন্ত সময়কালে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের ডিপিপি ১৮-০৪-২০২৪ তারিখে মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়। খনন ঠিকাদার নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। আলোচ্য কূপ দু'টির খনন কাজ সফলভাবে সম্পন্ন হলে দৈনিক কমবেশী ২০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উৎপাদন করে জাতীয় গ্রীডে সরবরাহ করা সম্ভব হতে পারে।

৯.০ ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

ভবিষ্যতে দেশের জ্বালানি সংকট নিরসন এবং কোম্পানির উন্নয়ন কর্মকান্ড ও উৎপাদনশীলতা বজায় রাখার স্বার্থে নিম্নবর্ণিত উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে:

৯.১ তাৎক্ষণিক স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনা (২০২৪-২০২৫)

(ক) রশিদপুর-১১নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন;
(খ) সিলেট-১১ (উন্নয়ন কূপ) ও রশিদপুর-১৩নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন;
(গ) সিলেট-১২নং কূপ (তেল কূপ) খনন;
(ঘ) ডুপিটিলা-১ ও কৈলাশটিলা-৯নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন;
(ঙ) কৈলাশটিলা-১, রশিদপুর-৩ এবং বিয়ানীবাজার-২নং কূপ ওয়ার্কওভার;
(চ) সিলেট-১০ এক্স কূপ খনন;
(ছ) ৩-ডি সাইসমিক সার্ভে ওভার দোয়ারাবাজার, লামিগাঁও, লালাবাজার, গোয়াইনঘাট, কৈলাশটিলা সাউথ এবং ফেঞ্চুগঞ্জ সাউথ স্ট্রাকচার।

৯.২ স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনা (২০২৬-২০৩০)

(ক) বিয়ানীবাজার-৩ (মূল্যায়ন-কাম-অনুসন্ধান কূপ), বিয়ানীবাজার-৪ ও ৬ (অনুসন্ধান কূপ), দোয়ারাবাজার-১ (মূল্যায়ন-কাম-উন্নয়ন) এবং দোয়ারাবাজার-৩নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন;
(খ) কৈলাশটিলা-১০, রশিদপুর-১৪ ও ডুপিটিলা-২নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন;
(গ) কৈলাশটিলা-৭, কৈলাশটিলা-৪ ও সিলেট-৯ নং কূপ ওয়ার্কওভার।
(ঘ) বিয়ানীবাজার-৫ (অনুসন্ধান কূপ) এবং দোয়ারাবাজার-২নং কূপ (এ্যাপ্রাইজাল-কাম-উন্নয়ন কূপ) খনন;
(ঙ) বাতচিয়া-১, আটগ্রাম-১, হারারগজ-১ ও সিলেট সাউথ-১ নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন;
(চ) বাতচিয়া-২, আটগ্রাম-২, হারারগজ-২ এবং কুড়িগাঁও-১ নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন;

৯.৩ মধ্যমেয়াদী পরিকল্পনা (২০৩১-২০৩৩)

(ক) ডুপিটিলা ফিল্ডে দৈনিক ৪৫ মিলিয়ন ঘনফুট ক্ষমতাসম্পন্ন প্রসেস প্লান্ট স্থাপন;
(খ) দোয়ারাবাজার-৪ ও ৫ নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন;
(গ) সিলেট সাউথ-২নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন;
(ঘ) দোয়ারাবাজার ফিল্ডে দৈনিক ৪৫ মিলিয়ন ঘনফুট ক্ষমতাসম্পন্ন প্রসেস প্লান্ট স্থাপন;
(ঙ) রশিদপুর-১৫ ও ১৬ নং কূপ (উন্নয়ন কূপ) খনন;
(চ) কৈলাশটিলা-১১নং কূপ (উন্নয়ন কূপ) খনন;
(ছ) বাতচিয়া ফিল্ডে দৈনিক ৩০ মিলিয়ন ঘনফুট ক্ষমতাসম্পন্ন প্রসেস প্লান্ট স্থাপন;

৯.৪ দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা (২০৩৪-২০৪১)

(ক) ডুপিটিলা-৩নং কূপ (উন্নয়ন কূপ) খনন;

(খ) কৈলাশটিলা-৫ ও ৬নং কূপ ওয়ার্কওভার;
(গ) ডুপিটিলা-১নং কূপ ওয়ার্কওভার;
(ঘ) বাতচিয়া-১নং কূপ ওয়ার্কওভার;
(ঙ) আটগ্রাম ফিল্ডে দৈনিক ৩০ মিলিয়ন ঘনফুট ক্ষমতাসম্পন্ন প্রসেস প্লান্ট স্থাপন;
(চ) হারারগজ ফিল্ডে দৈনিক ৩০ মিলিয়ন ঘনফুট ক্ষমতাসম্পন্ন প্রসেস প্লান্ট স্থাপন;
(ছ) বাতচিয়া-৩নং কূপ (উন্নয়ন কূপ) খনন;
(জ) হারারগজ-১নং কূপ ওয়ার্কওভার;
(ঝ) আটগ্রাম-১নং কূপ ওয়ার্কওভার;
(ঞ) সিলেট সাউথ-১নং কূপ ওয়ার্কওভার;
(ট) হারারগজ-৩নং কূপ (উন্নয়ন কূপ) খনন;
(ঠ) আটগ্রাম-৩নং কূপ (উন্নয়ন কূপ) খনন;
(ড) সিলেট সাউথ-৩নং কূপ (উন্নয়ন কূপ) খনন;
(ঢ) বাতচিয়া-৩নং কূপ (উন্নয়ন কূপ) খনন;
(ণ) রশিদপুর-১৬ ও ১৭নং কূপ (উন্নয়ন) খনন;
(ত) রশিদপুর-১১ ও ১৩নং কূপ ওয়ার্কওভার।

১০.০ পরিবেশ সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা

উন্নয়ন কার্যক্রমের পাশাপাশি পরিবেশ সংরক্ষণ ও নিরাপদ কর্মপরিবেশের প্রতি এসজিএফএল সর্বদা গুরুত্ব আরোপ করে আসছে। কোম্পানির বিভিন্ন ফিল্ড ও স্থাপনা হতে গ্যাস, কনডেনসেট, পেট্রোল, অকটেন, কেরোসিন, ডিজেল, এনজিএল ও এলপিজি উৎপাদনে যথাযথ নিরাপদ কর্মপরিবেশ বিধিমালা মেনে চলা হয়। ভবিষ্যতে কোম্পানির উন্নয়ন কর্মকান্ড ও উৎপাদনশীলতা বজায় রাখার স্বার্থে পরিবেশ সংরক্ষণ এবং নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিম্নোক্ত কার্যক্রমসমূহ গ্রহণ করা হয়েছে।

১০.১ পরিবেশ সংরক্ষণ

পরিবেশগত বিধি-বিধান মেনে কোম্পানির সকল ফিল্ড ও স্থাপনাসমূহ পরিচালনা করা হচ্ছে। পরিবেশ-বান্ধব উপায়ে কূপ হতে উৎপাদিত পানি এপিআই সেপারেটরের মাধ্যমে নিষ্কাশন, কূপ/প্রসেস প্লান্ট/অফিস/আবাসিক এলাকার আগাছা নিয়মিত কেটে পরিষ্কার রাখা, সকল আবর্জনা ও ক্লিনিক্যাল বর্জ্য সংগ্রহ করে নির্দিষ্ট গর্তে ফেলে পুড়িয়ে নিঃশেষ করা হয়। প্লান্ট এলাকার সকল ড্রেন, স্কিম পিট ও বিভিন্ন স্কীডসমূহ পরিষ্কার, সেলারসমূহের পানি পাম্পের মাধ্যমে অপসারণ, জেনারেটর/কম্প্রেসর/গাড়ীতে ব্যবহৃত পোড়া মবিল ষ্টীল ড্রামে এবং ব্যবহৃত মবিল ফিল্টারসমূহ যথাযথ স্থানে সংরক্ষণ করা হয়। কোম্পানির ৪০০০ বিপিডি কনডেনসেট ফ্র্যাকশনেশন প্লান্টে কনডেনসেটের সাথে তৈলাক্ত গাঁদ পরিশোধন করে ডিসচার্জ করার জন্য Effluent Treatment Plant (ETP) রয়েছে। অন্যান্য স্থাপনাসমূহে উৎপাদিত গ্যাস ও কনডেনসেটের সাথে তৈলাক্ত গাঁদ ও লবণাক্ত পানি পরিশোধনের জন্য ETP স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে। এছাড়া, বিশ্বব্যাংক ও নিজস্ব অর্থায়নে পেট্রোবাংলা কর্তৃক "Technical Assistance for Carbon Abatement of the Oil and Gas Value Chain" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

১০.২ নিরাপদ কর্মপরিবেশ/সেইফটি

কোম্পানির সকল প্রকার রক্ষণাবেক্ষণ কাজে ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (Personal Protective Equipment, PPE) ব্যবহার করা হয়। প্লান্টে কর্মরত এবং আগত ভিজিটরদের মাঝে পিপিই ব্যবহারে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতিটি ফিল্ড/স্থাপনার গেট সংলগ্ন স্থানে, অফিসে এবং প্লান্টের ভিতরে পিপিই ব্যবহার সংক্রান্ত সাইনবোর্ড স্থাপন করা হয়েছে। ৯টি স্থাপনার প্রসেস প্লান্টের কন্ট্রোল রুমে প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য ফার্স্ট এইড বক্স রাখা আছে। কোম্পানির বিভিন্ন স্থাপনার Jockey Pump, Fire Fighting Pump, Water & Foam Deluge System, Fire Hydrant, Fire & Gas Detectors, Insulation, Threaded Joint, Flanged Joint, Pipe Fittings, Valve, বৈদ্যুতিক ক্যাবল জয়েন্ট ও টার্মিনাল ইত্যাদির কার্যকারিতা নিয়মিত পরীক্ষা করা হয়।

১০.৩ অগ্নিনির্বাপণ ও দুর্যোগ মোকাবেলা

গ্যাস উৎপাদনে সার্বক্ষণিক সচল থাকা ফিল্ডসমূহে বিদ্যমান বিভিন্ন পদ্ধতির অগ্নিনির্বাপণ ও প্রতিরোধ ব্যবস্থা এবং জরুরী অবস্থা মোকাবেলায় প্রত্যেক স্থাপনায় ফায়ার হাইড্রেন্ট, মনিটর, ফায়ার ওয়াটার রিং লাইন কার্যকর রাখাসহ গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর স্থানসমূহে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ফায়ার এক্সটিংগুইসার সংরক্ষিত আছে। কোম্পানির সকল ফিল্ড/স্থাপনায় পর্যাপ্ত সংখ্যক ফায়ার এক্সটিংগুইসার রয়েছে এবং নিয়মিত রিফিল করে ফায়ার এক্সটিংগুইসারসমূহ কার্যকর রাখা হচ্ছে। এছাড়া, প্রয়োজনের মুহূর্তে ব্যবহারের জন্য কোম্পানির নিজস্ব ২টি ফায়ার ট্রাক সার্বক্ষণিক প্রস্তুত রাখা হয়েছে। বিগত অর্থবছরে কোম্পানির ফিল্ড/স্থাপনায় কোন দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়নি এবং উৎপাদন নির্বিঘ্ন ছিল। ভূমিকম্প, অগ্নি-দুর্ঘটনা ও প্রাথমিক চিকিৎসা বিষয়ে কোম্পানির জনবলকে

প্রশিক্ষিত করতে ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স এর সহযোগিতায় প্রতিবছর কোম্পানির সকল ফিল্ডে প্রশিক্ষণ ও নিয়মিত অগ্নিনির্বাপণ মহড়া অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া, বজ্রপাতের উপর সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়।

১১.০ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ)

সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির আওতায় পেট্রোবাংলার সাথে এসজিএফএল-এর ২০১৪-২০১৫ অর্থবছর হতে শুরু করে প্রতি অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষরিত হয়ে আসছে। উক্ত চুক্তিতে এসজিএফএল-এর কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র যথা- সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যত পরিকল্পনা অন্তর্ভূক্ত থাকে। এসজিএফএল-এর রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives) এবং কার্যাবলি (Functions)-তে সম্মত হয়ে উভয়পক্ষ (পেট্রোবাংলা ও এসজিএফএল) এপিএ স্বাক্ষর করে থাকে। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে নির্ধারিত কর্মসম্পাদন সূচক ১০০ এর বিপরীতে এসজিএফএল-এর প্রকৃত অর্জন ৯৯.৯০, যা ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ছিল ৯৮.৭৪।

১২.০ ই-গর্ভন্যান্স ও উদ্ভাবন সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা

সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির আওতায় পেট্রোবাংলা এবং এসজিএফএল-এর মধ্যকার স্বাক্ষরিত ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) অনুযায়ী এসজিএফএল-এর ই-গর্ভন্যান্স ও উদ্ভাবন সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনার শতভাগ অর্জিত হয়েছে। সেবা সহজীকরণের আওতায় এ বছর কোম্পানির কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের বেতন-ভাতাদি সংশ্লিষ্ট সকল তথ্য, বার্ষিক আয় বিবরনী, অগ্রীম গ্রহণ, লোন গ্রহণ, আর্থিক সম্মানি, বোনাস প্রাপ্তি ইত্যাদিসহ প্রয়োজনীয় সকল তথ্যাদি সরাসরি প্রাপ্তির জন্য অন-লাইন পে-রোল সফ্ট ওয়্যার চালু করা হয়েছে। উদ্ভাবনী উদ্যোগ হিসেবে কৈলাশটিলা প্রসেস প্লান্টের ডি-হাইড্রেশন টাওয়ারের টেম্পারেচার মনিটরিং এর জন্য কন্ট্রোল রুমে ডিজিটাল চার্ট রেকর্ডার স্থাপন, বিয়ানীবাজার গ্যাস ফিল্ডের ১নং লোকেশনে অবস্থিত প্লান্টের কন্ট্রোল রুম হতে ২নং কূপের ফ্লোয়িং ওয়েলহেড প্রেসার মনিটরিং এর ব্যবস্থা করা, রশিদপুর ৪৫ মিলিয়ন ঘনফুট প্রসেস প্লান্টে ব্যাক-আপ পাওয়ারের জন্য অন-লাইন ইউপিএস স্থাপন, আরসিএফপি'র প্রসেস প্লান্টে আয়রন মুক্ত পানি সরবরাহের জন্য আয়রন রিমোভিং প্লান্ট স্থাপন এবং কৈলাশটিলা এমএসটিই প্লান্ট স্টোরের জন্য ইনভেন্টরী সফ্টওয়্যার তৈরী করা হয়েছে। এছাড়াও, ই-গর্ভন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার আওতায় ই-নথির ব্যবহার বৃদ্ধি এবং তথ্য বাতায়ন নিয়মিত হালনাগাদকরণসহ এতদবিষয়ে প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে।

১৩.০ সিটিজেন চার্টার (সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি)

সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির আওতায় পেট্রোবাংলা এবং এসজিএফএল-এর মধ্যকার স্বাক্ষরিত ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) অনুযায়ী এসজিএফএল-এর সিটিজেন চার্টার (সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি) কর্ম পরিকল্পনার শতভাগ অর্জিত হয়েছে। নিজ দপ্তর ও আওতাধীন দপ্তরের/ফিল্ডসমূহের সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি নিয়মিত হালনাগাদ করে কোম্পানির ওয়েব সাইটের সেবা বক্সে আপ-লোড করা হয়েছে এবং প্রকাশ্যে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

১৪.০ নিরাপত্তা ও সুরক্ষা

কোম্পানির প্রধান কার্যালয়সহ ফিল্ড-স্থাপনাসমূহ সরকারের সর্বোচ্চ সংরক্ষিত ও কেপিআই গ্রেড-১ তালিকাভূক্ত স্থাপনা। কেপিআই-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নিরাপত্তা বিধিমালা কোম্পানিতে যথাযথভাবে মেনে চলা হয়। কোম্পানির প্রধান কার্যালয় ও ফিল্ড-স্থাপনাদির নিরাপত্তা সুরক্ষার জন্য আনসার সদস্য ও কোম্পানির নিজস্ব নিরাপত্তা জনবলকে সার্বক্ষণিক প্রহরায় নিয়োজিত রাখা হয়। এছাড়া, আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি ঝুঁকিপূর্ণ বিবেচিত হলে পুলিশ প্রশাসনের সহযোগিতা নেয়া হয়। নিরাপত্তা কমিটির মাধ্যমে নিয়মিত নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়াদি পর্যালোচনা করার জন্য সভা করা হয় এবং পরামর্শ মোতাবেক ব্যবস্থা নেয়া হয়। রাত্রিকালীন ডিউটিতে সশস্ত্র টহল ব্যবস্থা এবং নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক স্ট্রীট লাইট ও ফ্লাড লাইটের ব্যবস্থা রয়েছে। কোম্পানির প্রধান কার্যালয় ও সকল ফিল্ড ও স্থাপনার প্রধান ফটকে নিরাপত্তা সরঞ্জামাদি যথা- আন্ডার ভেহিকল সার্চ মিরর, মেটাল ডিটেক্টর এর ব্যবহারসহ সকল স্থাপনায় (প্লান্টসহ) সিসিটিভি ক্যামেরা রয়েছে। এছাড়া, কোম্পানির প্রধান কার্যালয়সহ ফিল্ড/স্থাপনাসমূহের প্রবেশদ্বারে সিকিউরিটি আর্চওয়ে স্থাপন করা হয়েছে।

১৫.০ জনবল

কোম্পানির বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামোতে ৪৮৮ জন কর্মকর্তা ও ৪৭৫ জন কর্মচারী সমন্বয়ে মোট ৯৬৩ জন জনবলের সংস্থান রয়েছে। ৩০ জুন ২০২৪ তারিখের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ৩৪৮ জন কর্মকর্তা ও ২০৬ জন কর্মচারীসহ মোট ৫৪৪ জন জনবল কমর্রত ছিল। উল্লেখ্য যে, ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে ১৮ জন কর্মকর্তা ও ২০ জন কর্মচারী অবসর গ্রহণ করেন এবং ২ জন কর্মকর্তা ও ৪ জন কর্মচারী মৃত্যুবরণ করেন। কোম্পানিতে বিদ্যমান জনবল সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে সাধারণ ক্যাডারে সহকারী ব্যবস্থাপক (সাধারণ) পদে ৪ জন, সহকারী কর্মকর্তা (সাধারণ) পদে ২ জন, কারিগরি ক্যাডারে সহকারী ব্যবস্থাপক (কারিগরি) পদে ৩৯ জন, হিসাব ক্যাডারে সহকারী ব্যবস্থাপক (হিসাব) পদে ১ জন জনসহ মোট ৪৬ জন কর্মকর্তাকে শূন্য পদের

বিপরীতে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে এবং ৩৩জন কর্মকর্তা ও ২৬জন কর্মচারীকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া কোম্পানির শূন্য পদের বিপরীতে পেট্রোবাংলার অধীনে নিয়োগ কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। কোম্পানির কাজের কলেবর বৃদ্ধি পাওয়ায় সম্প্রতি ৬৪৯ জন কর্মকর্তা ও ৫৬৬ জন কর্মচারী সমন্বয়ে মোট ১২১৫ জনবল সম্বলিত সাংগঠনিক কাঠামো গত ১৯-০৯-২০২৪ তারিখে পেট্রোবাংলা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

১৬.০ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন

কোম্পানিতে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের জন্য গঠিত নৈতিকতা কমিটি কর্তৃক প্রণীত মাঠ পর্যায়ে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪ অনুযায়ী নিয়মিত নৈতিকতা কমিটির সভা, সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (Stakeholders) অংশগ্রহণে 'অংশীজন সভা', শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজন, নবনিযুক্ত কর্মকর্তাগণের ওরিয়েন্টেশন, সংশ্লিষ্ট অর্থ বছরের ক্রয়-পরিকল্পনা ওয়েবসাইটে প্রকাশ, কর্ম-পরিবেশ উন্নয়ন এর আওতায় অকেজো মালামালের তালিকা প্রণয়ন, প্রতিটি ফিল্ড/স্থাপনায় 'পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা ও মশক নিধন অভিযান' পরিচালনা, মহিলাদের জন্য পৃথক ওয়াশরুমের ব্যবস্থা এবং সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে রেজিস্টারে প্রদেয় সেবার বিবরণ ও সেবাগ্রহীতার মতামত সংরক্ষণ করা হয়।

১৭.০ মানব সম্পদ উন্নয়ন

কোম্পানির জনবলের দক্ষতা বৃদ্ধি ও পেশাগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে প্রশিক্ষণসমূহ ছিল মূলত অনলাইনভিত্তিক এবং ইনহাউজ ও কাস্টমাইজড। এ অর্থবছরে প্রশিক্ষণ খাতে বাজেট বরাদ্দের পরিমাণ ছিল স্বদেশ প্রশিক্ষণ খাতে ৫৫.০০ লক্ষ টাকা এবং বিদেশ প্রশিক্ষণ খাতে ২৫০.০০ লক্ষ টাকা অর্থাৎ মোট ৩০৫.০০ লক্ষ টাকা। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে স্বদেশ প্রশিক্ষণ খাতে লক্ষ্যমাত্রার শতভাগ অর্জিত হয়েছে। সরকারি বিধি নিষেধ থাকার কারণে আলোচ্য বছরে বিদেশ প্রশিক্ষণ বন্ধ ছিল।

১৭.১ স্থানীয় প্রশিক্ষণ

২০২৩-২৪ অর্থবছরে কোম্পানির ৫৬টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর আওতায় ৩১৪ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী, ১০টি ইনহাউজ কর্মসূচীর আওতায় ২৭২জন কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং ১৪টি সেমিনার/ওয়ার্কশপের আওতায় ৭৬৪ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

১৭.২ বিদেশ প্রশিক্ষণ/পরিদর্শন

এ বছর ৫টি বিদেশ পরিদর্শন কর্মসূচীর আওতায় কোম্পানির ৩৩জন কর্মকর্তা বিভিন্ন দেশে গমন করেন।

১৮.০ শ্রমিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্ক

২০২৩-২৪ অর্থবছরে কোম্পানির কর্মপরিবেশ সন্তোষজনক ছিল। উদ্ভূত সমস্যাসমূহ সময়ে সময়ে দ্বি-পাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে নিষ্পন্ন করা হয়েছে।

১৯.০ তথ্য অধিকার

কোম্পানি সর্ম্পকিত কোনো তথ্য প্রাপ্তির জন্য কোম্পানির কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং যেকোনো ব্যক্তি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট আবেদন করে থাকেন। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে তথ্য চেয়ে কোম্পানির কোনো কর্মকর্তা-কর্মচারী বা কোনো ব্যক্তি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট আবেদন করেননি। কোম্পানির ৪০ জন কর্মকর্তাকে ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে ৩টি ধাপে এতদ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং তথ্য অধিকার সম্পর্কে জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কোম্পানির আশেপাশের বিভিন্ন স্থাপনায় স্টিকার ও লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে।

২০.০ কল্যাণমূলক কার্যক্রম

২০.১ শিক্ষা বৃত্তি

কোম্পানির দৈনন্দিন কাজের পাশাপাশি শিক্ষাবৃত্তি স্কীমের আওতায় কোম্পানিতে চাকুরিরত কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের ছেলে-মেয়েদের এসএসসি/সমমান, এইচএসসি/সমমান, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পরীক্ষাসমূহের ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে মাসিক ও এককালীন বৃত্তি প্রদান করা হয়।

২০.২ প্রাতিষ্ঠানিক সামাজিক দায়বদ্ধতা (সিএসআর)

২০২৩-২৪ অর্থবছরে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিকল্পে সেমিনার/সিম্পোজিয়াম ও র‍্যালি আয়োজনে জৈন্তাপুর, গোলাপগঞ্জ, বিয়ানীবাজার এবং বাহুবল উপজেলাকে এককালীন অনুদান এবং মহান বিজয় দিবস উদযাপনে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সংবর্ধনা প্রদানের লক্ষ্যে উক্ত ৪টি উপজেলাকে এককালীন অনুদান প্রদান করা হয়। ৩টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত অনুদান প্রদান করা হয়। এছাড়া, সামাজিক দায়বদ্ধতার আওতায় চলতি অর্থবছরে দূরারোগ্য ব্যধিতে আক্রান্ত

রোগীদের চিকিৎসা ব্যয় বহন করা হয়, বন্যাদুর্গত এলাকায় ত্রাণ বিতরণ করা হয় এবং সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে অনুদান প্রদান করা হয়।

২০.৩ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড

কোম্পানি যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে সরকারি নির্দেশনার আলোকে জাতীয় দিবসসমূহ পালন করার পাশাপাশি এ অর্থবছরে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিনোদন কার্যক্রমের আওতায় বার্ষিক ক্রীড়া, বনভোজন ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন সম্পন্ন করেছে।

২১.০ জাতীয় দিবসসমূহ

২১.১ মহান বিজয় দিবস ২০২৩ উদযাপন

এসজিএফএল-এর প্রধান কার্যালয়, সকল ফিল্ড ও স্থাপনায় যথাযোগ্য মর্যাদায় মহান বিজয় দিবস ২০২৩ উদযাপন করা হয়। এ উপলক্ষ্যে এসজিএফএল-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালকসহ সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারি কর্তৃক শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। অতঃপর অডিটোরিয়ামে আলোচনা সভা অনুষ্ঠান শেষে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করা হয়, মহান মুক্তিযুদ্ধের বীর শহীদদের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত ও জাতির সমৃদ্ধি কামনা করে দোয়া ও মোনাজাত করা হয়।

২১.২ মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৪ পালন

এসজিএফএল-এর প্রধান কার্যালয়সহ সকল স্থাপনায় যথাযোগ্য মর্যাদায় মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৪ পালন করা হয়। দিবসের শুরুতে কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক, মহাব্যবস্থাপকগণ ও সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারিবৃন্দ শহীদ মিনার প্রাঙ্গনে জমায়েত হয়ে কালো ব্যাজ ধারণ করে। প্রভাত ফেরী, জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও অর্ধ-নমিতকরণ এবং সমবেত কণ্ঠে জাতীয় সংগীত পরিবেশন করা হয়। অতঃপর শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত, তর্জমা এবং শহীদদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে দোয়া ও মোনাজাত করা হয়। পরিশেষে কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক শহীদদের স্মরণে বক্তব্য প্রদান করেন।

২১.৩ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২৪ উদযাপন

২৬শে মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২৪ উদযাপন উপলক্ষ্যে এসজিএফএল-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালকসহ সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারি কর্তৃক শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। দিবসটি উপলক্ষ্যে বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। অতঃপর অডিটোরিয়ামে আলোচনা সভা অনুষ্ঠান শেষে পুরস্কার বিতরণ করা হয় এবং মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসের কেক কাটা হয়।

২২.০ চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাব্য উত্তরণ

দীর্ঘ প্রায় ছয় দশকের বেশী সময় ধরে এসজিএফএল-এর গ্যাস ফিল্ডগুলো হতে গ্যাস উৎপাদন অব্যাহত থাকায় ফিল্ডগুলোর উত্তোলনযোগ্য মজুদ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়েছে। গ্যাসের মজুদ বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে গ্যাস অনুসন্ধান কর্মসূচী অব্যাহত আছে।

সাময়িক বন্ধ থাকা কৈলাশটিলা-২ ও রশিদপুর-২নং কূপ ওয়ার্কওভারের মাধ্যমে দৈনিক ১৪ মিলিয়ন ঘনফুট, রশিদপুর-৯ নং কূপ থেকে প্রসেস প্লান্ট পর্যন্ত গ্যাস গ্যাদারিং পাইপলাইন নির্মাণ শেষে দৈনিক ১৩ মিলিয়ন ঘনফুট এবং কৈলাশটিলা-৮ নং কূপ খননের মাধ্যমে দৈনিক ১৪ মিলিয়ন ঘনফুট সহ মোট দৈনিক ৪১ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস জাতীয় গ্রীডে যুক্ত হয়েছে। এছাড়া, সিলেট-১০ নং কূপ খনন সমাপনান্তে দৈনিক ২০ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উৎপাদন পরীক্ষা করা হয়েছে। গ্যাস গ্যাদারিং পাইপলাইন নির্মাণ শেষে এ কূপের গ্যাস হরিপুর প্রসেস প্লান্টের মাধ্যমে প্রক্রিয়া করে জালালাবাদ গ্যাসের ফ্র্যাঞ্চাইজ এরিয়ায় সরবরাহ করা হবে।

জ্বালানি চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে তাৎক্ষণিক স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনা হিসেবে এসজিএফএল ২০২৫-২০২৬ সালের মধ্যে ৭টি কূপ ওয়ার্কওভার, ৮টি নতুন কূপ খনন, ১টি তেল কূপ খনন ও ১টি গ্যাস গ্যাদারিং পাইপলাইন নির্মাণের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে। উক্ত কার্যক্রমের মধ্যে ৩টি কূপ ওয়ার্কওভার, ২টি নতুন কূপ (সিলেট-১০ ও কৈলাশটিলা-৮) খনন এবং ১টি গ্যাস গ্যাদারিং পাইপলাইন নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। সিলেট-১০নং কূপ হতে গ্যাস উত্তোলনের লক্ষ্যে গ্যাস গ্যাদারিং পাইপলাইন নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। অবশিষ্ট ৬টি কূপ খনন ও ৪টি কূপ ওয়ার্কওভার কার্যক্রম সমাপনান্তে দৈনিক ১০০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে মর্মে আশা করা যায়। এছাড়া, বিয়ানীবাজার ফিল্ডে ১৯১ বর্গকিলোমিটার ৩-ডি সাইসমিক জরিপ কার্যক্রম শেষে ৪টি নতুন কূপ খননের লোকেশন চিহ্নিত করা হয়েছে।

এছাড়া, দ্রুততম সময়ের মধ্যে নতুন গ্যাস ক্ষেত্র অনুসন্ধান/আবিষ্কার ও নতুন কূপ লোকেশন চিহ্নিত করার লক্ষ্যে এ্যাকরেজ ব্লক ১৩ ও ১৪ এর অবমুক্ত এলাকায় ৮৬৫ বর্গ কিলোমিটার ব্যাপী ৩-ডি সাইসমিক জরিপ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। কোম্পানির প্রাচীনতম

হরিপুর ফিল্ডে গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে দৈনিক ৪৫ মিলিয়ন ঘনফুট ক্ষমতাসম্পন্ন সিলিকাজেল প্লান্ট স্থাপনের কার্যক্রম চলছে যা প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে।

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ,

অত্যন্ত আনন্দের বিষয় এই যে, দেশের প্রাচীনতম গ্যাস উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান এসজিএফএল জন্মলগ্ন থেকে একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে তার পরিচালনা কার্যক্রম অব্যাহত রেখে চলেছে। অনেক সমস্যা সংকুল পরিস্থিতি মোকাবেলা করেও আলোচ্য বছরে প্রতিষ্ঠানটির নিট করোত্তর মুনাফা ৪২%, নিট বিক্রয়লব্ধ আয় ৩১% ও স্থায়ী সম্পদ ৪% বৃদ্ধি পেয়েছে এবং প্রতিষ্ঠানটি লাভজনক অবস্থায় রয়েছে। সকল বন্ধ কূপসমূহ ওয়ার্কওভারের মাধ্যমে পুনঃউৎপাদনে নিয়ে আসা, তাৎক্ষনিক স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনাসহ ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার আওতায় ২০২৮ সালের মধ্যে ১৪টি নতুন কূপ খনন সম্পন্নের মাধ্যমে প্রাপ্তব্য গ্যাস জাতীয় গ্রিডে যুক্ত করে গ্যাস উৎপাদনের ক্রমহ্রাসমান ধারা উত্তরণ করতে পারবে। এছাড়া, কনডেনসেট ফ্র্যাকশনেশন প্লান্টসমূহের উৎপাদন অব্যাহত রেখে বিএসটিআই মানমাত্রার পেট্রোলিয়াম পণ্য উৎপাদন নিশ্চিত করে দেশের জ্বালানি সংকট ও কোম্পানির বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা সম্ভব হবে। উল্লেখ্য যে, গত ০১-০৭-২০২৩ তারিখ হতে কার্যকর সাপেক্ষে এসজিএফএল-এর গ্যাসের মার্জিন প্রতি ঘনমিটার ০.২০২৮ টাকা হতে বৃদ্ধি পেয়ে ১.০০ টাকা হয়েছে এবং একই সাথে পেট্রোলিয়াম পণ্যের করপূর্ব মূল্য লিটার প্রতি ডিজেল ৪৭.৮২৬০৯ হতে ৬৯.৯৭ টাকা, কোরোসিন ৪৮.৬৯৫৬৫ হতে ৭০.৮৪ টাকা, পেট্রোল ৫২.১৭৩৯১ হতে ৭৪.১৪ টাকা এবং অকটেন ৫৮.২৬০৮৬ হতে ৮০.২৩ টাকায় উন্নীত হওয়ায় কোম্পানির আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। উক্ত বর্ধিত আয় দ্বারা নতুন কূপ খনন/বন্ধ কূপসমূহের ওয়ার্কওভার প্রকল্প গ্রহণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। গ্যাসের মার্জিন ও পেট্রোলিয়াম পণ্যের মূল্য বৃদ্ধিতে অবদান রাখায় জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ এবং পেট্রোবাংলার প্রতি এসজিএফএল-এর পরিচালনা-পর্ষদের পক্ষ হতে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ,

কোম্পানির সার্বিক কর্মকান্ড সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনে অব্যাহত সহযোগিতা ও আন্তরিক সমর্থন প্রদানের জন্য আপনাদেরকে আমার ও পরিচালকমন্ডলীর পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এসজিএফএল এর অর্জিত সাফল্যের মূলে রয়েছে কোম্পানির কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিরলস প্রচেষ্টা ও কঠোর পরিশ্রম। কর্মক্ষেত্রে তাদের সততা ও নিষ্ঠার জন্য আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। পাশাপাশি কোম্পানির কার্যক্রম পরিচালনায় সার্বিক সহযোগিতার জন্য বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, পেট্রোবাংলা, বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন, অর্থ মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, গ্যাস সঞ্চালন ও বিতরন কোম্পানিসমূহ, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন ও এর অধিনস্থ কোম্পানিসমূহ এবং অন্যান্য মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও ঋনদাতা সংস্থাসমূহ এবং সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ,

বর্তমান বৈশ্বিক বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা একান্ত প্রয়োজন। স্বাধীন, স্বনির্ভর দেশ বিনির্মানে দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বিষয়টি বিশেষ চ্যালেঞ্জ হিসেবে বিবেচিত হয়। এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সরকারের কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে আমাদেরকে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এ কোম্পানি উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সমর্থ হবে।

পরিশেষে এসজিএফএল-এর আজকের বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত হয়ে এবং মূল্যবান সময় দিয়ে আপনারা যে গভীর সহানুভূতি ও আন্তরিকতা দেখিয়েছেন তার জন্য সকলকে জানাচ্ছি কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ। ভবিষ্যতেও আপনাদের সক্রিয় সমর্থন ও সহযোগিতা পাওয়ার আশা করছি।

আমি সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড-এর ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের পরিচালনা পর্ষদের এ প্রতিবেদন সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণের বিবেচনা, অনুমোদন ও গ্রহণের জন্য উপস্থাপন করছি।

সকলকে ধন্যবাদ।
আল্লাহ হাফেজ।

পরিচালনা পর্ষদের পক্ষে,

খালিদ আহম্মেদ
চেয়ারম্যান
এসজিএফএল পরিচালনা পর্ষদ।